দৈনিক বাংলা
3 1 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

গাইবান্ধায় ৯১টি পদ শূন্য : এক শিক্ষক দিয়েও স্কুল চলছে

দুর্দশাগ্রস্ত প্রাইমারী শিক্ষাব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গাইবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর।– অনিয়ম এবং দুর্নীতির কারণে গাইবান্ধার গোটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এই জেলায় বর্তমানে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৯১টি। ফলে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক-শূন্যতা দেখা দিয়েছে। জেলায় ১ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালানো হচ্ছে-, এমন স্কুলের সংখ্যা রয়েছে দুটি। সে দুটি হচ্ছে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বড় শোলাম গাড়ি এবং সুন্দরগঞ্জ উপজেলার উজান বুড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এছাড়া মাত্র ২ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালানো হচ্ছে এমন স্কুলের সংখ্যা রয়েছে জেলায় ২২টি। ফলে স্বভাবতই এসব স্কুলে লেখাপড়া আদৌ হচ্ছে না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস জানিয়েছে এই জেলায় মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা রয়েছে ৭শ' ৩৭টি। বেসরকারী রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের সংখ্যা রয়েছে ২শ' ৩৫টি। এছাড়া রেজিস্টার্ড বিহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা রয়েছে আরও ৫০টি। একমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা রয়েছে ৩ হাজার ১শ' ৩২ জন। এরমধ্যে ৯১টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ২ লাখ ১৫ হাজার ৬শ' ৬৩ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে বলে শিক্ষা বিভাগ দাবী করেছে। কিন্তু তাদের এই দাবী সঠিক নয় বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

এইসব মহল থেকে বলা হয়েছে স্কুলের শিক্ষকদের পদ ঠিক রাখার লক্ষ্যে অধিকাংশ স্কুলেই বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বাড়তি দেখানো হয়। এবং এ জন্য বাড়তি বইও শিক্ষা অফিস থেকে নেয়া হয়–যা পরবর্তীতে সের দর ওজনে বাজারে বিক্রী করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা বিভাগের হিসাব মতে, জেলায় স্কুল গমনোপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা রয়েছে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪শ' ১২ জন। এরমধ্যে স্কুলে আসে ২ লাখ ১৫ হাজার ৬শ' ৬৩ জন। সে অনুযায়ী স্কুলে আসা ছেলেমেয়ের হার শতকরা ৬১ ভাগ। প্রকৃত জরীপে এই তথ্য ভুয়া প্রমাণিত হবে বলে কোনো কোনো মহল থেকে দাবী করা হয়েছে।

জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। অনেক স্কুলের বেড়া নেই, ছাদ বা চাল নেই। থাকলেও চাল চুয়ে পানি পড়ে। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্লাক বোর্ড নেই অধিকাংশ স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। গাইবান্ধা শহরের কয়েকটি স্কুলেরও একই অবস্থা।

১৯৮৬ সালে আইডিএ প্রকল্পের অধীনে একবার স্কুলগুলোতে যে আসবাব পত্র সরবরাহ করা হয়েছিল এরপর আর কিছু দেয়া হয়নি।

বর্তমানে জেলার প্রায় ৭০টি বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণ এবং প্রায় দেড় শ' ভবন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি ভবন বছর কয়েক আগে ব্যবহারের অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু সেগুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতেই ছাত্রছাত্রীরা এখনও ক্লাস করছে।

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস করেন না। যারা স্কুলে আসেন তাদের বেশীর ভাগই আবার নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে আসেন। ফলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই কম

১৯৮৬ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত এক সরকারী জরীপ রিপোর্টে দেখা গেছে, উল্লিখিত সময়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ৫৯ হাজার ৫শ' ৬৮ জন, পঞ্চম শ্রেণীতে এসে সেই ছাত্র সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৯শ' ৪২ জন। পোশাক পরিচ্ছদ এবং শিক্ষার উপকরণ ক্রয়ে গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকদের অক্ষমতা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তোলে। একথা যেমন অনেকাংশে সত্য, তেমনি শিক্ষকদের 'ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখার অক্ষমতাও বহুলাংশে দায়ী বলে অনেকে মনে করেন।

স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বদলীর ব্যাপারে সরকারী কোনো বাধ্য বাধকতা না থাকায় শিক্ষকদের নিজেদের অনিয়ম নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। শিক্ষক সমিতির প্রভাব শিক্ষা বিভাগের উপর প্রবলভাবে থাকায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা গ্রুপিং নিয়ে খুইব ব্যস্ত থাকেন।

এছাড়া, কর্মচারীরা শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট, বিভিন্ন ভাতা, ইত্যাদির ব্যাপারে নগ্নভাবে বাড়তি পয়সার দাবী করে থাকেন। ফলে শিক্ষকদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি, গর-হাজিরা এবং অনিয়ম নিয়ে শিক্ষা বিভাগের স্টাফদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। এসব কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে এক অচলাবস্থা।

গণশিক্ষা বাস্তবায়নে সহযোগিতা চাই : শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদ সদস্যদের সর্বাত্মক সহযোগিতা য়েছেন।

এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, ক্ষামন্ত্রী রোববার বিকালে জাতীয় সদ ভবনের এক নম্বর কমিটি কক্ষে ক্ষা-মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী মিটির দ্বিতীয় সভায় সভাপতিত্ব কর-লেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ নুস খান, কমিটির সদস্য আমানউল্লাহ ন এমপি, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম পি, মনিরুল হক চৌধুরী এমপি, স খুরশীদ জাহান হক এমপি, আবদুর এমপি, শাহ মোঃ রুহুল কুদ্দুস এবং মশিউর রহমান এ সভায় স্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার শীঘ্রই র ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় ক্ষা কার্যক্রম শুরু করবেন এবং মী দু হাজার সাল নাগাদ দেশ থেকে রতা দূর করার লক্ষ্যে তা সারা সম্প্রসারিত করা হবে। এসব জেলার স্কুলগামী শিশুদেরকে এ চীর অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া এবং পর্যায়ক্রমে তা সারাদেশে সারিত করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে বলে জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান য়করণের ক্ষেত্রে সরকার একটি নীমালা অনুসরণ এবং সন্তোষজনক বফলের ভিত্তিতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী অনুদান দেবেন। নি বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁ ও পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

শিক্ষা সচিব এম মুস্তাফিজুর রহমান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দফতর ও বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী না আসলেও হাজিরা সন্তোষজনক

জামালপুরে ২৬ জন ভুয়া শিক্ষক বরখাস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জামালপুর, ২৯ ডিসেম্বর।–জামালপুর ও শেরপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে নৈরাজ্য। শিক্ষকগণ লেখাপড়া শেখানো বাদ দিয়ে ভুয়া ভাউচার তৈরি, ভুয়া বিল বানানো এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণকে খুশী করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকেন।

জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দু থেকে তিনটির বেশী ক্লাশ নেয়া হয় না। এ দুটি জেলায় মোট এক হাজার একশ ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে এক হাজার সরকারী এবং একশ ৭৫টি বেসরকারীবিদ্যালয়রয়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, সরকারী বিদ্যালয়ের শতকরা ৭৫টিতেই দৈনিক গড়ে তিনজন করে শিক্ষক উপস্থিত থাকেন না। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক অনুপস্থিতির পাশাপাশি ছাত্র শিক্ষকদের বসার জায়গার অভাব রয়েছে। কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের বেড়া নেই। ক্লাস না হলেও ছাত্রছাত্রীর হাজিরা সন্তোষজনক।

জামালপুর সদর উপজেলার ১৩টি বিদ্যালয়ে পরিচালিত এক জরীপ রিপোর্টে দেখা গেছে, এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। তারা শিক্ষকগণের বদলী অথবা অন্যান্য বিষয়ে তদবির করে থাকে। আবার তাদেরকে দিয়ে অফিসের কেরানীর কাজ করানো হয়। জেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত এই ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৈনিক গড়ে তিনের বেশী ক্লাস হয় না।

জামালপুর ও শেরপুর জেলায় ২৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলোর শুধু কাগজ কলমে অস্তিত্ব রয়েছে। জেলা দুটির ৪৩ বিদ্যালয়ে ৩১ জন ভুয়া সার্টিফিকেটধারী শিক্ষক রয়েছেন। এর আগে ২৬ জনকে বরখাস্ত এবং ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। জেলা সদরের একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনার তদন্ত রহস্যজনককারণে স্থগিত রাখা হয়েছে।

দুর্নীতি

জেলার ১২টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি ও অপকর্মকে ম্লান করে দিয়েছে নকলা ও শেরপুর উপজেলা অফিসের হিসাব রক্ষক আবু বকর সিদ্দিক। ৮৪ থেকে ৮৯ এর জুন পর্যন্ত তিনি ভুয়া বিল ও ভাউচারের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মৃত শিক্ষকের নামে মাসের পর মাস ভুয়া বিল ড ও শিক্ষকদের বোনাস এবং অনুদানের টাকা জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে আত্মসাৎ দুর্নীতি দমন ব্যুরো উদঘাটন করেছে। শিক্ষা অফিসার। কয়েকজন শিক্ষক নেতা এবং একজন ব্যাংক কর্মকর্তা এই দুর্নীতির সাথে জড়িত বলে জানা যায়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো হিসাবরক্ষক আবু বকর সিদ্দিককে আটক করেছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় জামালপুর জেলায় আগামী শিক্ষা বছরের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে। জেলায় এক লাখ ৮১ হাজার ৯শ বই দেয়া হয়েছে। জেলার ৫শ ৭৩টি মজুরী বিদ্যালয়ের জন্য দু লাখ সেট পুস্তকের দরকার। এছাড়া প্রায় একশ বেসরকারী বিদ্যালয়রয়েছে।

সাতক্ষীরায় বদলীতে সমন্বয়ের অভাব

৫০টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাতক্ষীরা, ২৯ ডিসেম্বর।–জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক বদলীতে বৈষম্য রয়েছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বিঘ্নঘটছে।

সমন্বয়ের অভাবে বেশি সংখ্যক ছাত্রের বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা কম। আবার কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে রয়েছেন বাড়তি শিক্ষক।

সাতক্ষীরা শহরের সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে শিক্ষক সংখ্যা সাত অথবা আটজন করে। অথচ এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। একই অবস্থা উপজেলা সদর ও জেলার গুরুত্বপূর্ণস্থানেরবিদ্যালয়গুলিতেও।

অন্যদিকে গ্রাম এলাকার অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশি হলেও এর কোন কোনটিতে কর্মরত শিক্ষক এক অথবা দু'জন। জেলার প্রায় পঞ্চাশটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকলেও কোন কোনটিতে রয়েছেন দু জন করে। শহরের মুন্সীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন দু' জন প্রধান শিক্ষক।

জেলা প্রাথমিক অফিস সূত্র এ বৈষম্যের কথা স্বীকার করে জানান : উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সুপারিশে শিক্ষক বদলীর দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। সমন্বয়ের প্রস্তাব দিলেই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে শুরু হয় শিক্ষক গ্রুপিং। এর ফলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। প্রস্তাবক শিক্ষা অফিসারকে হতে হয় নাজেহাল। একই কারণে সদর শিক্ষা অফিসার আবদুর রহিমের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে গৃহবধূ হত্যার অভিযোগ। আরেকজন শিক্ষা অফিসারকে হতে হয়েছে জরুরী বদলী।

কর্তৃপক্ষ জানান, উপজেলা পরিষদ বাতিলের পর নতুন নির্দেশ না আসায় আপাতত: সমন্বয় সাধন অসম্ভব।

রাঙ্গামাটিতে বদলী হলেই শুরু হয় চলে যাওয়ার তদবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাঙ্গামাটি, ২৯ ডিসেম্বর।–দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৬৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। ফলে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। হাজার হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় একশ দুজন প্রধান শিক্ষকের এবং ৬৬ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ২০ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭৮ এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮। যে সকল শিক্ষক বদলী হয়ে রাঙ্গামাটি জেলায় আসেন তারা তদবীর করে আবার বদলী হয়ে চলে যান। দুর্গম পার্বত্য জেলায় অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা করতে চান না।

রাঙ্গামাটি স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান জানান, খুব শীঘ্রই শূন্যপদ সমূহে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।